দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বরিশালের হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

বরিশাল অফিস ॥ শহরের হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার অপসারণ দাবী করে বিদ্যালয়ের ২৭ জন শিক্ষক ও কর্মচারী স্কুল কমিটির সভাপতির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। ঐ স্কুলে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ২৯ জন। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে স্কুলের তহবিলের অভ্যন্তরীণ অডিট না করানো, নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ সিডিউল মোতাবেক না হওয়া সত্বেও অর্থের বিনিময়ে ঠিকাদারকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রদান নিজের টাকা আত্মসাৎ, ছাত্রীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে বিভিন্ন ধরনের ফি আদায়ের অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা জানান, কমিটি দু'বার অভ্যন্তরীণ অডিটর নিয়োগ করা সত্বেও অডিটর কাজ শুরু করেননি। পরে আর অডিটর নিয়োগ করা হয়নি। তিনি বলেন, নির্মাণ উপ-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিয়েছেন। নিজের টাকা আত্মসাৎ করেননি এবং

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

বরিশালের হালিমা

(৭ম পৃঃ পর)

কমিটির অনুমোদন নিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের ফি আদায় করেন। অভিযোগকারীরা জানান, তারা এ অভিযোগ দায়েরের পর প্রধান শিক্ষিকা তার পুত্রকে স্কুলে এনে রুমে বসিয়ে রাখেন এবং তার কক্ষে বহিরাগতরা অবস্থান করে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা বলেন, তার পুত্র ও কয়েকজন বন্ধু রবিবার স্কুল চলাকালীন সময়ে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিল এবং কিছুক্ষণ পর চলে যায়। তিনি বলেন, একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি শিক্ষক ও কর্মচারীদের তার বাসায় ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দরখাস্তে স্বাক্ষর আদায় করেছে। প্রধান শিক্ষিকার সাথে অন্যান্য শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বিরোধ এখন তুঙ্গে। যে কোন সময় সেখানে বহিরাগতদের হামলা হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।